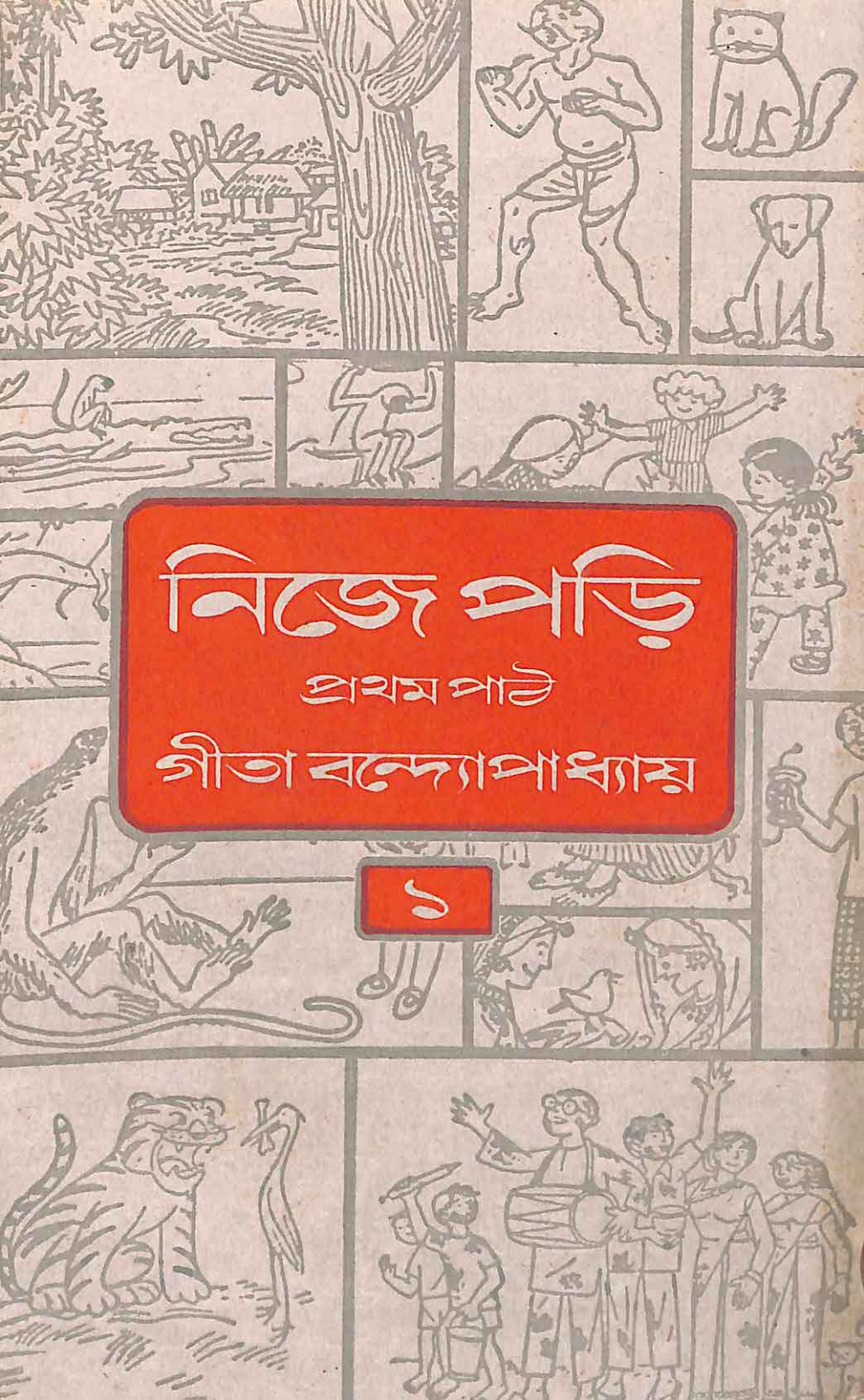




নিজে পাড়ি

প্রথম পাঠ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

১

দুই একটি কথা

বাংলা পাঠমালার এই প্রথম বইটি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য। ছ'বছর বয়েসের ছেলেমেয়েরা মোটামুটিভাবে মাতৃভাষায় কথা বলতে জানে। বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে তারা বাংলা ভাষায় লিখতে পড়তে ও ভাব প্রকাশ করতে শেখে। হরফ থেকে শুরু করে বাংলা রচনাবিহাস, বানান, বাচনভঙ্গি—সমস্ত কিছুই একটি নিজস্বতা আছে। অথচ আজকাল বিদ্যালয়গুলিতে শৈশবে একই সঙ্গে দুই বা তিনটি ভাষা শেখার চাপে অনেক সময় মাতৃভাষার এই নিজস্বতা ছেলেমেয়েদের নজর এড়িয়ে যায়।

একথা বিবেচনা করে ছোটরা যাতে গোড়া থেকেই বানান আর রচনায় মন দিতে পারে—এ-বইতে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

এ বইটির বানান, শব্দ ও রচনা শেখাবার পদ্ধতিতে যেটুকু নতুনত্ব তা আধুনিক শিশুর বিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে করা হয়েছে। যেমন, চন্দ্রবিন্দুকে এগিয়ে এনে ঋ-কারকে অনেকটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। উ-কার ঐ-কার এবং ঔ-কার পাশাপাশি রাখা হয়েছে।

‘উচ্চারণে তফাত’ এই অংশটি বানান আর উচ্চারণ শেখার প্রথম পর্যায়ের শেষের দিকে দেওয়া আছে। এই তফাতগুলো গোড়ায় শিখিয়ে দিলে, পরে আর ছোটদের পদে পদে ঠেকতে হবে না।

লেখাপড়ার ব্যাপারটাকে মজাদার করার জন্য কিছু কিছু ছড়া দেওয়া হল। ছড়ার ছন্দে ভাষা শেখার কাজটাও সহজ হবে। ছড়াগুলির কোনো কোনোটি রচনায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকার করি।

আশা করি ‘নিজে পড়ি’ নামে এই প্রথম পাঠের সহায়ক ‘নিজে লিখি নিজে পড়ি’ অনুশীলনীর প্রথম ভাগটি ছোটদের রচনার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এই একটি বই থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বানান, পাঠ, শ্রুতলিপি, রচনা—সব কিছুই করাতে পারবেন। ‘ছবি দেখে রচনা’র অংশটি বইয়ের শেষের অংশে পাওয়া যাবে।

বইটির ছবি ও ডিজাইন করেছেন রঘুনাথ গোস্বামী।

ଉତ୍କଳୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାବଳୀ
୧୯୫୬ ୧୯୫୭ ୧୯୫୮

ନିଜେ ପଢ଼ି

ଉତ୍କଳୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାବଳୀ

୧

ପ୍ରଥମ ପାଠ

ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ



ଓରିଣ୍ଟେଲ୍ ଲଂଗ୍‌ସ୍‌ମ୍ୟାନ

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

ISBN 0 86125 836 3

রেজিস্টার্ড অফিস

৩/৬/২৭২ হিমায়াং নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অস্থান অফিস

কামানী মার্গ ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ কলিকাতা ৭০০ ০৭২

১৬০ আন্না সালাই মাদ্রাজ ৬০০ ০০২

১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২

৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

৩/৬/২৭২ হিমায়াং নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০ ০০৪

এস. সি গোস্বামী রোড, পানবাজার গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১

‘পাতিয়ালা হাউস’, ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্ণৌ ২২৬ ০০১

© ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড ১৯৮২

চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৮৯

প্রকাশক :

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,

কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রক :

আশানাল গ্রাফিক্স

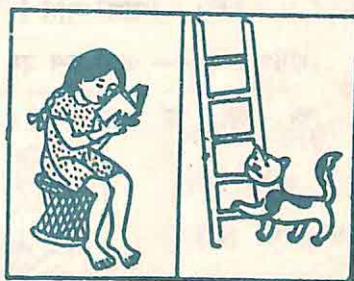
১২বি বেলিয়াঘাটা রোড,

কলিকাতা-৭০০ ০১৫

ACC NO - 15165

অ-কার

অত কত
রত তত
নত শত
সতত



কও এই
রও ওই
হয় এর
নয় ওর

বই পড়। মই চড়।



বলল চলল করল
এস এল এবং
এক এখন এমন এত

ঝড় বয়। বনময়।

বকবক
ঝলমল
কসরত
সরবত
লনডন
ঘন বন

টলমল আসন।
দমকল এল। জলকল কই?
ঝড় বয় বনময়।
আজ ঈদ। বড় পরব।
লনডন শহর।
আসর সরগরম।

অনুশীলনী

পড় :

১। আজ গরম।

২। বরফ কই?

৩। আমি আনি।

ঝটপট বল— এক দশ নয় ছয়

অ আ ক খ পড়।

লেখ :

১। বল ধর।

২। চটপট পথ চল।

৩। এক হও।

৪। ও এখন এল।

আ-কার (-১)

মা পা গা ভা না তা দা



মা বাবা কাকা মামা
দাদা চাচা নানা গা
পা হাত কান নাক
গাল গলা কপাল মাথা
সাপ বাঘ মাছ মশা
গাছ লতা পাতা শাখা

জলসায় গান হয়।

আজ আর পড়া নয়।

একটা চালাঘর। তার
মাথার ওপর চড়াই।
পাকা দালান। ওটা
পাঠশালা। তালপাতার
পাখা। হাওয়া খাও।



কাক ওই ভাত খায়।
বার হই জামা গায়।

সকাল হল। বাবা চা খান। আমরা জলখাবার খাই।
দাদা কাগজ আনল। খবর পড়া হল। বাবা এবার বাজার
যান। এটা বড় জায়গা। সব পাওয়া যায়। সব রকম

শাক। সব রকম মাছ। তাছাড়া আর যা দরকার—
চাল ডাল আটা ময়দা মশলা থালা বাসন কাপড় সব।
এটা কার কারখানা?
চাকা চাই চারখানা।

বাবা খান গড়গড়া
এল ডাক-হরকরা।

ছাতা মাথায়
বাজার যায়।
জলকাদায়
আছাড় খায়।

বই রাখ তাকটায়
জামা রাখ আলিনায়।
কাল যাব একটায়
বরাবর কালিনায়।

অনুশীলনী

পড় :

- ১। কাপড় পরা। কাদায় পড়া।
- ২। ছড়ার বই। চওড়া পাড়।
- ৩। এ পাড়ায় বড় মশা।

লেখ :

- ১। আতা খাও। জাম আন।
- ২। পান দাও। মাছ ধর।
- ৩। কারখানায় কাজ হয়।

৩-যোগ (৩)

ইঁ বাঁ গাঁ ছাঁ খাঁ

কাঁধ দাঁত বাঁদর গাঁদা চাঁপা শাঁখ
পাঁক আঁচড় বাঁওড়



আয় বাঁদর কলা খা
ছড়ার দাম পাঁচ টাকা।

এক ফাঁকা মাঠ। তারপর কাঁটাবন আর বাঁশঝাড়।
এক রাখাল পাঁচটা ছাগল চরায়। আমায় বলল— ওর

নাম রতন খাঁ। গাঁর নাম আমতলা। ভাত পায় না। তাই
কাঁঠাল খায়।

খাঁচায় ময়না। জলায় রাজহাঁস। মাছটার আঁশ ছাড়াও।
জানলায় ফাটা কাঁচ।

রাত আঁধার। সাঁওতালরা মাদল বাজায়। এমন সময় চাঁদ
উঠল।

চাঁদা মাছ

সাদা আঁশ

বাঁকা চাঁদ

পাকা বাঁশ

অম্মু শীলনী

পড় :

- ১। মাচা বাঁধা। গুর জামা।
- ২। তাঁর কথা। চাঁদ ওই।
- ৩। হাঁ করা বাঘ। শাঁখ বাজা।

লেখ :

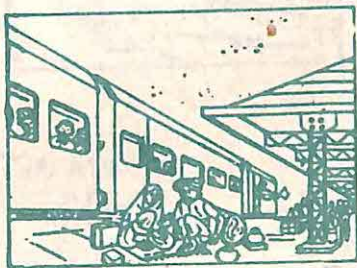
- ১। খাঁচায় বাঁদর ছানা।
- ২। বাঁ হাত বাড়াও।
- ৩। শাঁখ বাজাও।
- ৪। দাঁত মাজ।

ই-কার (ি)

ঝি ছি কি তি দি

হাতি জিরাফ হরিণ চিতল টিয়া চিল তিতির ঝাঁঝি
শিম নিম ডিম চাবি ছবি মিছিল নিশান পিতল

আনি মানি জানি না
মিছা ভয় মানি না



বাজল বাঁশি
ছাড়ল গাড়ি।
আমরা যাই
মামার বাড়ি।

পিসির চশমা
মাসির ঘড়ি।
খলির ভিতর
পয়সাকড়ি।

অজ পাড়াগাঁয় আমার মামার বাড়ি। চারিদিক ভারি নিরিবিলি।
খালি বনবাদাড় আর খালবিল। সব সময় ঝাঁঝিঁর ডাক। পাখির

কিচির মিচির । এক সময় বাঘ ডাকত । হাতির দল আসত ।
আমার ছিপ ছিল । মাছ ধরতাম । ওখানকার জলহাওয়া
বেশ ভাল ।

একবার ভারি মজা হল । বই পড়ছি । এমন সময় ফর-ফর-
ফর-ফর আওয়াজ । জানলায় তাকানাম । হাত পা হিম হল ।
তাড়াতাড়ি উঠানাম । চিতাবাঘ এবার না আমার ঘাড় মটকায় ।
তখন ঠিক নজর পড়ল । ও হরি । ওটা মামিমার শাড়ি ।

ভালবাসি ফিশচপ

ভালবাসি কিসমিস

ভালবাসি ললিপপ

আর সব ডিসমিস ।

ঝোলা গুড়

পাঁউরুটি ।

দাদা করে

খুনহুঁ টি ।

অনুশীলনী

পড় :

ভারি মজা । গাড়ি চড় । তাড়াতাড়ি এস । গুঁরা
বাড়ি যান ।

লেখ :

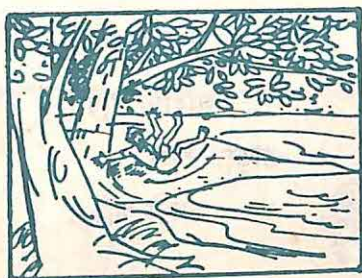
বড় বড় নিশান । মিছিল যায় । পাখির কিচির
মিচির ডাক ।

ঈ-কার (৭)

কী য়ী জী কী শী

গাইছি গীত।

আজ কী শীত।



শীতল হাওয়া

দীঘির ধার।

ভীষণ পিছল

থাই আছাড়।

আকাশ নীল।

নদীর তীর।

গভীর জল।

পাখির নীড়।

এক গরিব ভিখারী। ওর দীনহীন জামাকাপড়। আর ভারি
ময়লা। ওর গাছতলায় বাস। নাম কাশীনাথ। ওর শরীর
খারাপ। ও কী চায়? চাল আর আটা।

ইনি একজন চাষী। এ সব বীজধান। বাড়ির গায় একটা
মাধবীলতা। এটা মালতী। দাওয়ার ওপর শীতলপাটি।

থালায় বাসী ভাত । চাষীর নাম করম আলি । পাড়াপড়শীরাও
সবাই চাষী ।

এর নাম রানী । ওর নাম লালী । এর বাড়ি নদীয়ায় ।
ওর বাড়ি দীঘায় । ওরা সমবয়সী আর সহপাঠী । একদিন রানী
বলল—‘কী পড়ছিস ভাই?’ লালী জবাব দিল—‘পরীর
কাহিনী ।’

এক বড় বীর । তার ছিল না ভয়ভীতি । হাতি ধরত ।
ছিল এমনি সাহসী ।

লাগল তীর
পাখির গায় ।
থামল গীত
জীবন যায় ।

পশমী জামা
সারাটা গায় ।
তাড়ায় শীত
চমরী গাই ।

অনুশীলনী

পড় :

- ১ । চাষী বীজধান ছড়ায় ।
- ২ । পাখির গলায় তীর লাগে ।
- ৩ । মালতী আর মাধবীলতা ।

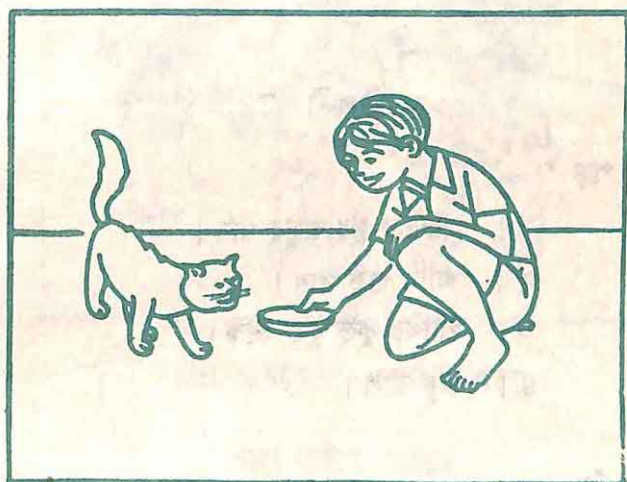
লেখ :

- ১ । আমার সহপাঠী ।
- ২ । পরীর কাহিনী বল ।
- ৩ । এক ছিল বীর ।

উ-কার (৫)

লু কু সু থু হু ফু

দাছ ঠাকুমা ঠাকুরদা ঠাকুরঝি পুতুল চুল
উঁচু আঙুল ছল সবুজ ফুল তরমুজ ইঁদুর



ডাক দাও তু তু
ছু খায় ভুতু।

উঁচু গাছ। নিচু ভাল।
সরু শিং গরুটার। তুমি বাপু, হুঁশিয়ার।

ওটা কার কুকুর ? খুব চুপচাপ । খুটখাট আওয়াজ হল । অমনি
কান খাড়া । ওর নাম ভুতু ।

চাঁদ্রর দাঁদ্রর খুব অস্বথ । ঘুম হয় না । আমি দুধমুড়ি
ভালবাসি । গুড় কই ?

আমরা ছুটি
কুমারটুলী—
টাক ডুমাডুম
বাজায় ঢুলী ।

অনুশীলনী

পড় :

- ১। গরুটার দুধ বাছুর খায় ।
- ২। আমি গুড় খাব ।
- ৩। পাখির কুল কুল ডাক ।
- ৪। উঁচু ডাল ।

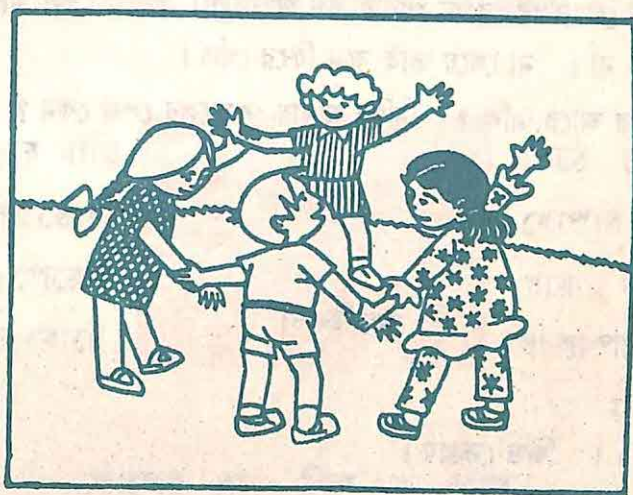
ফাঁক ভর :

খুব দুধ ফুল ।

- ১। বাছুর — খায় ।
- ২। আমি — ভালবাসি ।
- ৩। দাঁদ্রর — অস্বথ ।

এ-কার (৫)

সে কে যে নে দে নে



ছেলেমেয়েরা খেলা করে।

দাদা গাইছে খেয়াল
কাঁপছে ঘরের দেয়াল।
ডেকেছি যেই দাদা রে।
জবাব দিল আঁধারে
'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি'—
গাধা আর গাধানী।

এখান থেকে গেলে পাবে একটা তেমাথা। সেখান থেকে গেলে
বেলতলা পড়বে। একদল সেখান দিয়ে যায় না। পাছে বেল
পড়ে তাদের নেড়া মাথা ফাটে।

ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলা করে। ওদের ভেতর খুব ভাব।
তবে মাঝে মাঝে এ ওকে জিভ ভেঙায়। ছেলেবেলায় ওরকম
হয়। এই ভাব এই আড়ি।

এক শেয়ালের বেগুন খাবার শখ হয়েছিল। গাঁয়ে তেল আর
নুন পেল না। না খেয়ে তাই বনে ফিরে গেল।

আরে আরে একি ? দিদির মাথায় শেয়ালের লেজ কেন ?

অনুশীলনী

পড় :

- ১। জিভ ভেঙায়।
- ২। ছেলেবেলায়।
- ৩। শেয়ালের বেগুন খাবার শখ।
- ৪। আমাদের ভাব আর আড়ি।

জবাব লেখ :

- ১। শেয়ালের কী শখ হয়েছিল ?
- ২। তেল নুন না পেয়ে সে কি করল ?
- ৩। নেড়া বেলতলায় যায় না কেন ?

ও-কার (১)

গো জো ভো গোঁ ভোঁ পোঁ

ঘোড়ার গাড়ি
ডাঙায় ছোট্টে
নদী পেরোই
মোটর-বোটে।



পিঠে বোঝা
ধোপার গাধা
গায় সা-রে
গা-মা-পা-ধা।

ঝোপের গায় ঝিকঝিক করে
সোনা কি?
সোনা নয়, রূপো নয়,
জোনাকি।

গোলবানু ভোরে ওঠে। মুখ হাত ধোয়। তার দোলনা চড়ার
শখ। সেই গাঁয়ে সোনাদিদি আর গোপালবাবু থাকেন। রোজ
ভোরবেলা তাঁরা বেড়াতে যান। মোতিবিবি আর গোলবানুও

ষায় । খোলা হাওয়ায় ভোরের আলোয় ওরা জলের ধারে বসে ।
আগে দেখে নেয় জেঁক আছে কিনা ।

ছোট বাগিচায় গোলাপ ফুল ফোটে । মালি কোদাল চালায় ।
কোদালটা ছিল লোহার । খুব মজবুত ।

গাছে ঝোলানো দোলনাটা কার ? মোটাসোটা গোলগাল
এক খোকা ছলছে ।

টমাস সায়েবের ছেলে টোনি । ওর ঘোড়ায় চড়ার বায়না ।
টমাস সায়েব ছেলেকে বলেন—‘ঘোড়া বড় বেশি চানা খায় ।
তার চেয়ে দু’চাকার মোপেড ভাল ।’

অনুশীলনী

• মুখে মুখে বল :

- ১ । টমাস সায়েবের ছেলের নাম — ।
- ২ । গোলবানুর — চড়ার শখ ।
- ৩ । দোলনায় মোটাসোটা এক — ।

ফাঁক ভর :

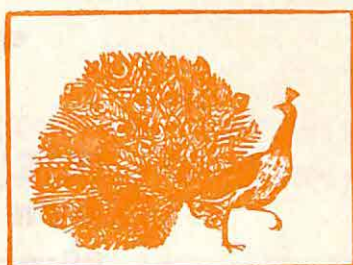
লোহার চানা গোলগাল

- ১ । মোটাসোটা — এক খোকা ।
- ২ । কোদালটা ছিল — ।
- ৩ । ঘোড়া বড় বেশি — খায় ।

উ-কার (৫)

হু

ভু



নূপুর পায়
রূপসী
পুতুল ওর
উপোসী।

চাই না ভূষণ
চাই না নূপুর
নাচুক ময়ূর
সারা ভূপুর।

পূজার ছুটি। পাড়ায় ধুমধাম। বাজনা শুরু হল। ধূপধূনা
আনা হল। আগুন কই ?

চিড়িয়াখানায় যাই। খুব দূর নয়। বনমানুষ চিনি। ময়ূর
দেখি।

ভয় পাই। ভূত নাকি ? না না, এ পাড়ার বহরুগী। ও
মধুসূদন দাদার ভাই। নাম ভূষণ।

কখনও সাজে বাঘ । কখনও সাজে ভালুক । নানা রূপ ধরে ।
ভাল গান গায় ।

এটা আমার ধনুক ! তীর কই ? তুণ খালি । এখন কী
করি ?

অনুশীলনী

পড় :

- ১। দূর পথ । ময়ূর নাচে ।
- ২। বহুরুপীর নাম ভূষণ ।
- ৩। চিড়িয়াখানার জীব ।

ফাঁক ভর :

ভালুক গান দেখি চিনি

- ১। বনমানুষ — ।
- ২। ময়ূর — ।
- ৩। কখনও সাজে — ।
- ৪। ভাল — গায় ।

ঐ-কার (ঐ)

কৈ খৈ দৈ বৈ হৈ চৈ



বৈরাগী বাবা গৈরিক বাস।
নৈহাটি যায় খৈ দুধে আশ।

দৈনিক কাগজ

ডন-বৈঠক দেয়
একজন সৈনিক
বৈশাখমাसे খায়
দৈ-ভাত দৈনিক।



বৈরাগী

বাড়িতে দৈনিক কাগজ আসে। ফুটবল খেলার খবর থাকে
বেঁকি। হৈ চৈ করে কাগজ পড়ে সবাই।

দেখ ইনি এক ভৈরবী। মাথায় জটা। কালীতলায় সাধন
ভজন করেন।

বৈশাখ মাসে হৈমী কাজে গেল। নৈনিতালের কাছে। ওখানকার
কারখানায় কত কী তৈরি হয়। শৈল গেল না। ওর দৈনিক
কৈ মাছের রসা আর দৈ-বড়া চাই।

কৈলাসদাদা সৈনিক হল। নৈহাটিতে ছাউনি। ওরা
ডন-বৈঠক দেয়। ভৈঁষা ঘি-মাখা রুটি খায়। বৈকালে হৈ চৈ
করে।

অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। দৈনিক কাগজে কিসের খবর তোমার ভাল লাগে ?
- ২। ভৈরবীর মাখায় কী ছিল ?
- ৩। শৈল দৈনিক কী খায় ?

কাঁক ভর :

বৈঠক বাস নৈনিতাল বাবা বৈশাখ সৈনিক

- ১। বৈরাগী — গৈরিক — ।
- ২। ডন — দেয় একজন — ।
- ৩। — মাসে হৈমী — গেল ।

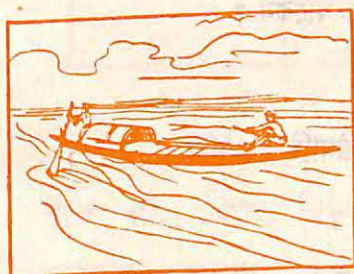
ও-কার (১)

ছৌ বৌ মৌ গৌ মৌ

কোটো আনে সৌরী।
গৌরী খায় মৌরি।
মৌমাছি আনে মৌ।
বাটি ভরে নাও বৌ।



মৌচাক



নৌকো

পৌষ মাসের শীত। দিনেও খুব
কুয়াশা। ভৌমিকদের দুই ছেলে
গৌতম আর কৌশিক। ওরা
নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সৌরীনবাবু সারারাত মাছ
ধরেন। একদিন চোর ভেবে
চৌকিদার তাড়া করে। উনি
খুব কৌশল করে পালান।

এই মসজিদে এক মৌলবী আছেন। তাঁর নিজের নৌকো
আছে।

সৌগত কোটোয় খাবার ভরে গৌরীপুরে ভৌমিকদের বাড়ি যায় ।
 নদীতে পানকোড়ি ভাসে । গাছে ডাকে বোঁ-কথা-কও পাখি ।
 মৌচাক ঘিরে মৌমাছি ভন ভন করে । বৌদির ভারি কৌতূহল
 হয় । বাটি ভরে মধু নিতে যান । হাত থেকে বাটি পড়ে চৌচির
 হয়ে যায় ।

অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। বোঁ-কথা-কও — ।
- ২। — সারারাত মাছ ধরেন ।
- ৩। চৌকিদার কাকে তাড়া করেছিল ?
- ৪। মৌলবী কোথায় থাকেন ?

ফাঁক ভর :

পানকোড়ি পোষ মৌমাছি চৌচির

- ১। — মাসের শীত ।
- ২। মৌচাক ঘিরে — ।
- ৩। নদীতে — ভাসে ।
- ৪। বাটি পড়ে — ।

৭-যোগ (৭)

সং রং টং তং



লংকার ঝাল দিয়ে
খায় রোজ হিং
তবু কেন লেংচায়
হিং টিং সিং ?

ঝুখে রং মেখে দিদি
সারাদিন সাজে সং
দাদা পিং পং খেলে
পিসিমা তো রেগে টং ।



অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। লংকা দিয়ে কী খায় ?
- ২। হিংস্রটে হওয়া ভাল কি ?
- ৩। পিং পং খেলার আর একটা নাম কি ?
- ৪। রাংতার মোড়কে কী মুড়ে দেয় ?
- ৫। কে রং মেখে সং সেজেছিল ?

লেখ আর আঁক :

- ১। হিং টিং সিং-এর একটি ছবি আঁক।
- ২। পিসিমা রেগে টং হলেন কেন ?
- ৩। চিংড়ি মাছ আর ফড়িং দেখেছ ?
- ৪। সিংহ জীবটিকে তোমার কেমন লাগে ?
- ৫। ঢং ঢং করে সময় জানায় কে ?

ঃ-যোগ (ঃ)

উঃ আঃ



দুঃখ দিলে

উঃ আঃ

খুশি হলেই

বাঃ বাঃ

অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। তুমি কখন উঃ আঃ কর ?
- ২। খুশি হলে লোকে কী বলে ওঠে ?
- ৩। খুব জোরে হাসলে তুমি হোঃ হোঃ কর, না হাঃ হাঃ কর ?

লেখ ও আঁক :

- ১। হোঃ হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।
- ২। একটি উঃ আঃ মুখ আঁক ।

৭-যোগ (৭)

২৭ ২৮ ৩৯ ৪৯ ৫৯



ফাৎনাটা ডুবতেই
উঠে এল কাৎলা
নাতনিকে বলে দাছু
ভাল করে সাঁতলা।

বাইরে হঠাৎ খুব চিৎকার। এ বৎসর চোরের খুব উৎপাত।
উঠোনে ছিল ছাতলা। পা দিতেই সে চিৎপাত।

অনুশীলনী

লেখ ও আঁক :

১। একটি কাৎলা মাছের ছবি আঁক।

ফাঁক ভর :

ফাৎনা কাৎলা নাতনি

১। — মাছের ঝোল।

২। দাছুকে রেঁধে দেয় —।

৩। ছিপের — ডুবল।

ঋ-কার (২)



কৃষকের এক ছিল বুধ
চেহারা তার অতীব কৃশ।
তবু কৃষাণী একটি দিনও
তাকে খেতে দিত না ভূণ।

পৃথিবী কত বড়। আমরা সবাই মিলেমিশে সেখানে থাকি।
ঘির নাম ঘৃত। কড়া চাপাও। লুচি ভাজ।
ঘাস যা ভূণও তাই। আলাদা নাম। এক জিনিস।
বুধ হল বলদ। ভূণ খায়। লাঙল বয়। কৃষক চালায়।

যার যত বড় হৃদয় তার তত ভালবাসা । কাউকে ঘৃণা করা
উচিত নয় ।

অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। ঘির ভাল নাম কী ?
- ২। বুধ কাকে বলে ?
- ৩। তৃণ কী ?

শুনে শুনে লেখ :

- ১। লুচি ভাজ । ফুত আন ।
- ২। মাঠ তৃণময় ।
- ৩। বুধ লাঙল বয় ।
- ৪। পৃথিবী খুব বড় ।
- ৫। ঘৃণা করা ভাল নয় ।

হস্-যোগ ()



সর্ সর্ সর্
সর্ রে খোকা
পায়ের কাছে
গুবরে পোকা।

অনুশীলনী

মুখস্থ করে লেখ :

- ১। ওপরের ছড়াটি।
- ২। ইস্ বিশ্ ধানের শিস্
ক'ধাপ খাবি বলে দিস্।
- ৩। আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম
ঘোড়াডোম সাজে।

মা শোখা হল

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ এ

ঐ ঔ ঙ

ক্ + আ (১) = কা
ক্ + ই (২) = কি
ক্ + ঈ (৩) = কী
ক্ + উ (৪) = কু
ক্ + এ (৫) = কে
ক্ + ও (৬) = কো
ক্ + ঔ (৭) = কু

ক্ + ঐ = কৈ
ক্ + ঊ = কৌ
ক্ + ঋ = কৃ
ং-যোগ = কং
ঃ-যোগ = কঃ
ৎ-যোগ = কৎ
হস্-যোগ = ক্

উচ্চারণে তফাত

বক	বন	অবশ			
মঠ	মন	অচল	অত	কত	রত
ধর	ধন	অনড়	তত	নত	শত
যথ	যম	অতল		সতত	
মলম	মতন	অটল			

রণ চরণ কল সকল
করতল কলরব দশরথ

চামর	চামড়া	পালক	পালকি	পরা	পড়া
লালসা	মালসা	চাকর	চাকরি	বারি	বাড়ি
পটল	পটকা	এক	একক	বাধা	বাঁধা
কাপড়	পাঁপড়ি	টক	ফটক	ওর	ওঁর
কলতান	মুলতান	চমক	আচমকা	ওরা	ওঁরা
	আমল	আমলা	সটান	হঠাৎ	

সেতার সেকরা বেলভূমি বারবেলা টের টেরা
খেত খেলা মেল মেলা পেট পেঁচা গেরো
গেল চেরা চেলা

রঙের খেলা



পিচকিরি আন। আবির চাই। কেবল রং ছড়াও। আজ হোলি।

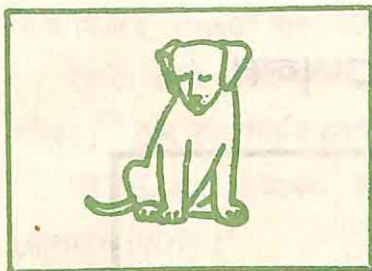
টোল বাজছে টাক-ডুমাডুম। সবাই নাচছে আর গাইছে।

আরে ওরা কারা? ঠিক যেন ভুতেদের ছানা।

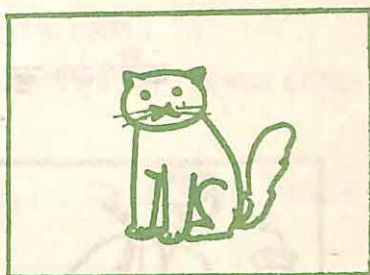
ওটা বাবুরাম না? রং মেখে কিরকম সং সেজেছে। চেনা যায় না।

বাড়ির সবাই দল বেঁধে বেরিয়েছে। ওর মা বাবা দাদা দিদি পুপুয়া। আর ওর খেলার সাথী পটল। দলে সবাই আছে। পেছনে আছে মজনতালি আর মিটমিটে।

আজ রঙের খেলা বেশ জমেছে।



মিটমিটে



মজনতালি

অনুশীলনী

মুখে মুখে কথা বানাও :

- ১। ভুতদের ছানা।
- ২। সং সেজেছে।
- ৩। নাচছে আর গাইছে।
- ৪। মজনতালি বেড়াল।
- ৫। মিটমিটে কুকুর।

লেখ আর আঁক :

- ১। রঙের খেলার একটি রংচঙে ছবি আঁক।
- ২। দোল তোমার কেমন লাগে ?
- ৩। গত দোলে তুমি রং খেলে ছিলে ?

বাঁদর খেলা



গরমের ছপূর । তায় ছুটির দিন । বাবুরাম পুপুয়া আর পটল ।
জেগে চোখ পিট পিট করে । এমন সময় গলিতে এল এক
বাঁদরওয়ালা । আর যায় কোথায় ! দরজা খুলে তিনজনই এক
লাফে বাইরে । ওদের পিছন পিছন মজনতালি আর মিটমিটেও
এসে হাজির ।

আহা, বাঁদরের কী ছিরি ! পুপুয়া ছড়া কেটে বলে—

‘হাত নুলি নুলি বুক সরুয়া

পেট গজানন গাল ফুলুয়া ।’

শুনে মেয়ে-বাঁদরটা রেগে কাঁই । পুপুয়ার কাঁধে উঠে তার
গালে মারল এক চড় ।

মিটমিটে আর মজনতালিকে তখন সামলানো দায়। যেউ যেউ।
মিঞ মিঞ। পারলে বাঁদরটাকে ছিঁড়ে ফেলে।

হৈ চৈ শুনে ছুটতে ছুটতে এল এক পুলিশ। দেখতে রোগা-
পটকা। যেন তালপাতার সেপাই।

পিঁ পিঁ করে হুইসেল বাজাল। তারপর বলল, 'এখানে
গোলমাল কিসের?'

পুপুয়া বলল, 'গোলমাল কোথায়? এখানে তো বাঁদর নাচ
চলেছে।'

শুনে সেপাই বলল, 'তাই বুঝি। তাহলে তো দেখতে হয়।'

বাবুরাম বলল, 'সবাই হাততালি দাও। এবার খেলা শুরু
হবে।'

বলতেই সে কী হাততালি। পুপুয়ার ভয় হল। এত জোর
আওয়াজে মার না ঘুম ভেঙে যায়।

অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

১। মিটমিটে কে? মজনতালি কে?

২। যেউ যেউ করে কে? মিঞ মিঞ কে করে?

৩। বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন কে? জেগেছিল কারা?

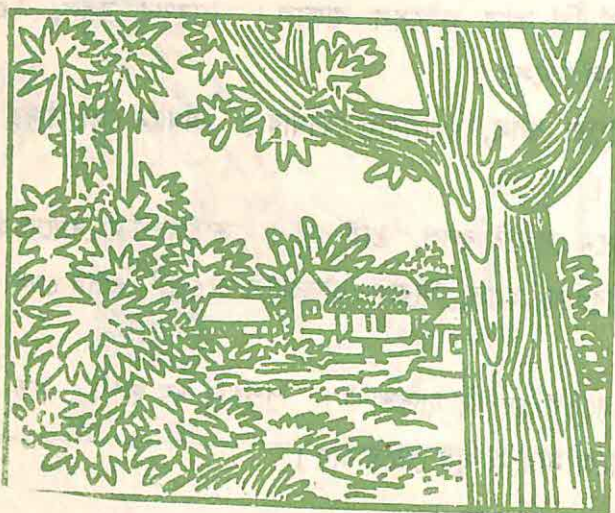
৪। বাঁদর রেগে গিয়ে কী করেছিল?

লেখ :

১। পুপুয়া যে ছড়াটা বলেছিল সেটা লেখ।

২। তালপাতার সেপাই কে?

মামার বাড়ি



জয়রামপুর এক অজ পাড়া-গাঁ। সেখানে বাবুরামের মামার বাড়ি। মামাদের ছোটো বাগান। একটা ফলের আর একটা ফুলের। আম জাম লিচু আনারস পেয়ারা আতা কুল বাতাবিলেবু খেজুর নারকোল। এমনি নানারকমের ফল। ফুলও নানা জাতের। গোলাপ যুঁই বেল টগর দোপাটি।

মামার বাড়ি গেলে খুব মজা হয়। রেল থেকে নেমে নৌকোয় ওঠা। নদী বেশ চওড়া। নৌকোয় ছই থাকে। একটু পরে নৌকোর ছলুনিতে ঘুম আসে।

নামতে হয় বুড়োশিবতলায়। ফেরিঘাট আছে। হাটের দিন নৌকোয় পার হয় শুধু কি মানুষ? গরু ছাগল হাঁস মুরগি ধান চাল গাড়িঘোড়া কত কী। শীতের সময় হাটে আসে নলেন গুড় আর পাটালি। গাড়ি গাড়ি আনাজ আসে। কিনতে পাওয়া যায় রং-বেরঙের পাখি। টিয়া মুনिया ময়না কাকাতুয়া। কত রকম মাছ — শিঙি মাগুর কই বেলে। তাছাড়া চিংড়ি আর কঁকড়া।

চড়কের সময় বড় মেলা হয়। মেলা থেকে এবার বাবুরাম কিনেছিল মাটির বেহালা আর নানারকম মুখোশ। আর পুপুয়া কিনেছিল মাটির পুতুল আর তালপাতার ভেঁপু।

অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। বাবুরামের মামার বাড়ি কোথায়? কেমন করে যেতে হয়?
- ২। মামাদের ক'টা বাগান? কোন্ বাগানে কী পাওয়া যায়?

লেখ ও আঁক :

- ১। একটি মেলার ছবি আঁক।
- ২। কোন্ সময় মেলা হয়?
- ৩। বাবুরাম আর পুপুয়া মেলায় কী কী জিনিস কিনেছিল?

অতি লোভ



বাবুরাম আজকাল বই পড়ে।
যখন যা পড়ে পুপুয়াকে
শোনায়। মিটমিটেও এসে
বসে। কিছু বোঝে না। শুধু
থেকে থেকে লেজ নাড়ায়।

বাবুরাম বলে—

একবার এক কাক একটা ইঁদুর ধরে। উড়তে উড়তে তার
মুখ ফস্কে ইঁদুরটা পড়ে যায়। তাকে দেখে একজন মুনির দয়া
হয়। ইঁদুরটাকে তিনি খাইয়ে দাইয়ে বড় করেন।

একদিন একটা বেড়াল

তাকে তাড়া করে। ইঁদুরকে
ছুটে আসতে দেখে মুনি তাকে
বর দিলেন—‘ভয় নেই, তুমিও
বেড়াল হয়ে যাও!’ অমনি
সে বেড়াল হয়ে গেল। বেড়াল
হয়েও কি রেহাই আছে?



একদিন একটা কুকুর তাকে তাড়া করল। তখন মুনি বললেন—
‘তুমি কুকুর হয়ে যাও।’ মুনির যে কথা সেই কাজ। বেড়ালটা
তখন কুকুর হয়ে গেল।

কুকুর হয়েও কি রেহাই আছে? একদিন একটা বাঘ তাকে

তাড়া করল। তখন মুনি বললেন, ‘তুমিও বাঘ হয়ে যাও।’
অমনি সে বাঘ হয়ে গেল।

লোকে বলতে লাগল—

‘ইঁদুর বেটা হল বাঘ

দেখ মুনির কী তুকতাক।’

বাঘ ভাবল—বটে! আমি

কিছু নই, মুনিই সব? বেশ,

এবার ঐ মুনিকেই আমি টিট্

করব। এই বলে মুনিকে গিলতে গেল।



মুনি বললেন, ‘তবে রে!’ বলে একমুঠো ধুলো নিয়ে ছুঁড়ে
দিলেন আর আওড়ালেন—

‘ওরে, ও ইঁদুরের পুত,

হতিস তো মরে ভুত

যদি না করতাম বাঘ!

ইঁশ নেই এক চিলতে

এসেছি স্ আমাকে গিলতে

ইঁদুর হ ফের, ভাগ!’

যেই না আওড়ানো, অমনি দেখতে দেখতে বাঘ আবার
এইটুকু ইঁদুর হয়ে গেল।

শুনে পুপুয়া বলল—‘হবে না — নেমকহারাম যে!’

মিটমিটে শুয়ে বুঝেছি-বুঝেছি ভাব করে লেজ নাড়াতে লাগল।

মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। মুনি ইঁছরটাকে কী করে পেলেন ?
- ২। ইঁছরকে কেন মূনির বাঘ করতে হল ?
- ৩। বাঘ কেন মুনিকে গিলতে এল ?
- ৪। মুনি ধুলো ছুঁড়ে কী আওড়ালেন ?
- ৫। মিটমিটে বুঝেছি-বুঝেছি ভাব করে কেন লেজ নাড়ল ?

লেখ আর আঁক :

- ১। বাঘ আর মুনিকে আঁক ।
- ২। এই কাহিনীটিকে নিজের ভাষায় লেখ ।
- ৩। পুপুয়া ইঁছরটাকে ‘নেমকহারাম’ বলল কেন ?
- ৪। পুরো কথা বানাও—

অতি লোভ, মুখ ফসকে, আওড়ালেন, গিলতে গেল, এইটুকু ইঁছর ।

হনুমান



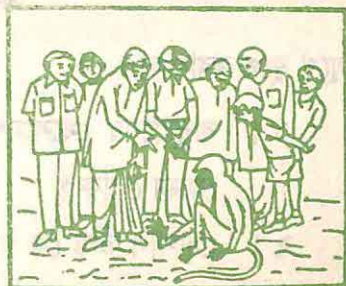
সেবার বাবুরামরা গিয়েছিল
গোয়াড়ি। ওদের ছোটমাসির
বাড়ি বেড়াতে।

মেসোমশাই কলেজে পড়ান।
অথচ একটুও গোমড়া নন।
সব সময় হাসিখুশি ভাব।

সবাইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজবাড়ি দেখালেন। বললেন,
‘তোমরা গোপাল ভাঁড়ের নাম শুনেছ তো!’ দিদি বলল, ‘যিনি
মজার মজার কথা বলে রাজাকে হাসাতেন, সেই গোপাল ভাঁড়?’
মেসোমশাই বললেন ‘ঠিক বলেছ। তোমরা যাওয়ার আগে
গোপাল ভাঁড়ের বই কিনে দেব, কেমন?’

ফেরবার সময় মেসোমশাইদের পাড়ায় বাবুরাম খুব ভীড়
দেখতে পেল। কী হয়েছে?

না, কিছু নয়। একটা
হনুমানের ছানা। ওর মা
ওকে ছেড়ে দিয়ে গেছে।
বোচারা তাই কাঁদছে।



পরে সব জানা গেল।

রহমত বসে ডিম বেচছিল। একদল হনুমান ওই জায়গা
দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের একটি ছানা হাত ফস্কে পড়ে যায়।

রহমত তাকে তুলে নিতেই বিরাট গোলমাল বেধে গেল। মানুষ
ছুঁয়ে দিলে কোলের ছানাকে ওরা নাকি আর ফিরিয়ে নেয় না।

শুনে দিদি গৌঁ ধরল। হনুমান ছানাটাকে পুষবে।

দিদি সহজ লোক নয়। নিয়ে তবে ছাড়ল।

বাবুরামদের বাড়িতে গেলে দেখবে সেই হনুমান ছানা এখন
বেশ বড় হয়েছে। বাবুরামের মা ওর নাম দিয়েছেন হনুমানুষ।
বাবা বলেন আসল বাঁদর হল বাবুরাম। হনুমানুষ মোটেই বাঁদর
নয়। এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে নিজের পেটটা চালিয়ে নেয়।
পুপুয়া বলে, ‘হনুমানুষকে কিছু কিনে খেতে হয় না বলেই নাকি
যোগ-বিরোগে ও একেবারে কাঁচা।’

মিটমিটে আর মজনতালি সে কথা মানে না। ওরা
হনুমানুষটাকে একেবারেই দেখতে পারে না কিনা।

অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

১। বাবুরামের মেসোমশাই কোথায় থাকেন, কী করেন,
কেমন লোক ?

২। গোপাল ভাঁড় কে ? কী কাজ করতেন ?

৩। রহমত কে ? রহমত কী করেছিল ?

৪। হনুমান ছানাটা কোথায় গেল ?

৫। মা হনুমান ছানাটার কী নাম দিলেন ?

বাড়িতে কতজন



পুপুয়া সেদিন দিদিকে এসে নালিশ করল। বলল, ‘মনুয়া কী বোকা দিদিভাই! দশ অবধি গুনতেও জানে না। ও জানতে চাইল বাড়িতে আমরা কতজন। আমি বললাম, মা বাবা দাদা দিদি আমি বাবুরাম মজনতালি মিটমিটে হনুমানুষ আর কাকুয়া। দশজন হল না? ও বলল, ছজন। মনুয়া কী বোকা! গুনতেও জানে না।’

বাবুরাম বলে, ‘ঠিক বলেছি। ওদের আর আমাদের হিসেব আলাদা। ওদের ছয় আর আমাদের দশ। হোক না মজনতালি

বেড়াল, মিটমিটে কুকুর, গাছে থাকা কাকুয়া কাক আর হনুমানুষ লেজ্জালা। ওরা কি তাই বলে আমাদের পর ?’

বাবা বললেন, ‘কখনই নয় ! নইলে মজনতালি কেন যখন তখন দুধ খেয়ে নেয়, মিটমিটে জুতো খেয়ে ফেলে। হনুমানুষ কলা দেখলেই নিয়ে যায়। আর কাকুয়া মাছের থালায় ছোঁ মারে ? ওরা আমাদের আপন ভাবে। এসব তো আর পরের জিনিস নয়, যে, না বলে নিলে চুরি করা হবে।’

কথাটা বাবুরামের ভাল লাগে না। পুপুয়ারও নয়।

বাবা অসলে ঠেস দিয়ে বলছেন। এটা উচিত নয়। কেন, দিদিও তো আচার চুরি করে খায়। কই, সে কথা তো বাবা বলছেন না।

তবে এটা ঠিক, ওদের একটু শাসন করা দরকার। বেশি আদর দেওয়ায় মাথায় চড়ে গেছে।

বাবুরাম ভাবল, মাকে এ কথাটা বলতে হবে।

অনুশীলনী

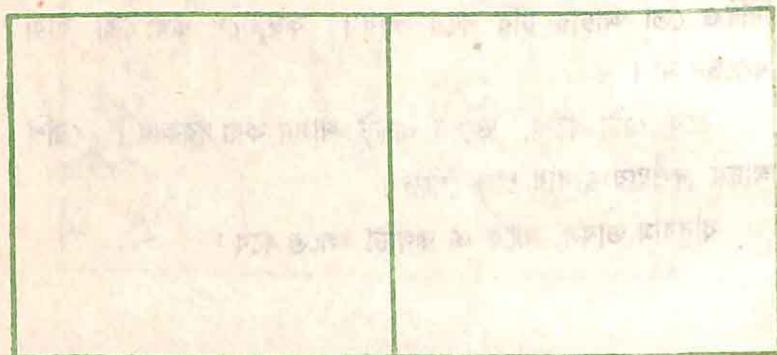
মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। বাবুরামের বাড়িতে কে কে থাকে ? গাছে থাকে কে ?
- ২। ঠেস দেওয়া মানে কী ? বাবা কী বললেন ?
- ৩। পরের জিনিস না বলে নিলে কী হয় ?
- ৪। বেশি আদর দেওয়া কেন দোষের ?
- ৫। বাবুরাম মাকে কী কথা বলবে ভাবল ?

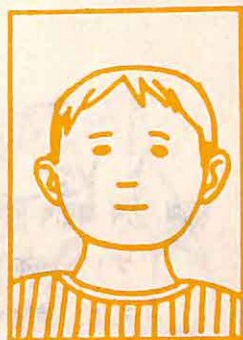
লেখ ও ছবি আঁক :

১। যে গাছে থাকে আর যে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়
তাদের ছবি আঁক।

২। পুরো কথা বানাও—
গুনতে জানে, কী বোকা, আপন ভাবে,
পরের জিনিস, আচার চুরি।



তিন সহপাঠী



বাবুরাম, হাসান আর সাইমন। ওরা এক ইস্কুলে পড়ে।
তিনজনের গলায় গলায় ভাব।

ফি-বছর পৌষপিঠে হয় বাবুরামের বাড়িতে। হাসান আর
সাইমন আসে পিঠেপুলি খেতে। সরুচাকলি, আস্কে, গোকুল-
পিঠে, পাটিসাপ্টা। কত কী! বাবুরামের মা সব নিজের হাতে
তৈরি করেন। মিটমিটে ওদের দেখে লেজ নাড়ে। হনুমানুষ
লাফালাফি করে।

সেইরকম ঈদের সময় হাসানের বাড়িতে ওরা জোটে।
হাসানের মা দেন সেমুই আর মিঠাই। পরোটা আর বিরিয়ানি।
খাওয়ার পর রেকাবে করে আসে মিছরি আর মৌরি।

বড়দিনে সাইমনের বাড়িতে হয় রকমারি কেক। লাল নীল

কাগজ কেটে ওরা তিন সহপাঠী ঘর সাজায় । সাইমনের মা
পিয়ানো বাজান । ছোট বোন ডরোথি গান গায় ।

ওদের দেখে সবাই বলে যেন এক বোঁটায় তিন ফুল ।

অনুশীলনী

মুখে মুখে জবাব দাও :

- ১। এক বোঁটায় তিন ফুল কে কে ?
- ২। কার বাড়িতে কোন্ পরব হয় ?
- ৩। কোন্ পরবে কী কী খাওয়ানো হয় ?
- ৪। কে পিয়ানো বাজান ?
- ৫। ডরোথি কে ?

লেখ আর ছবি আঁক :

- ১। তিন সহপাঠীকে নিয়ে ছবি আঁক ।
- ২। পুরো কথা বানাও—
পৌষপিঠে, লেজ নাড়ে, পরোটা আর
বিরিয়ানি, রকমারি কেক, পিয়ানো বাজান ।

ছবি দেখে রচনা কর

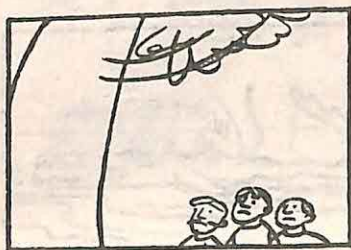
১. বাঘের গলায় হাড়



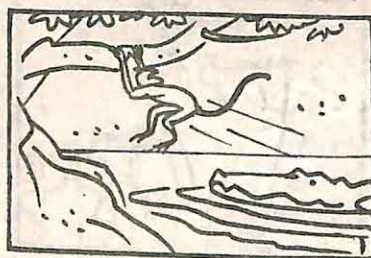
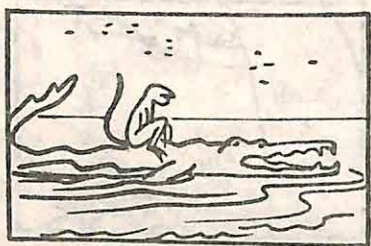
২. টুনটুনি আর রাজার কথা



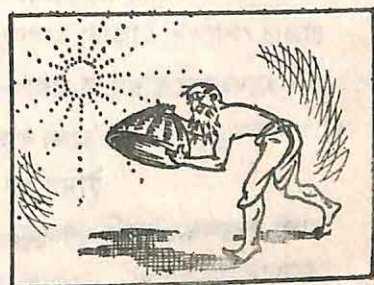
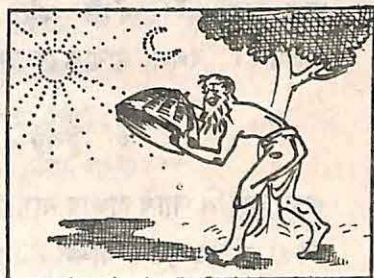
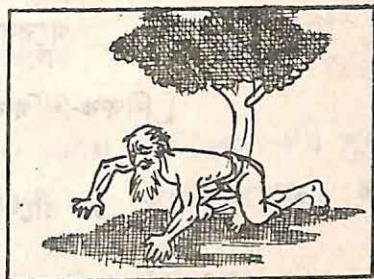
৩. গেছোবাবা



৪. বাঁদর আর কুমীর



৫. ছায়াবাজী



ছবি দেখে রচনা

গল্পের সারাংশ

[শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ে শোনাবেন]

১. বাঘের গলায় হাড়

গলায় প্রকাণ্ড হাড় ফুটে এক বাঘ নদীর ধারে গড়াগড়ি খাচ্ছে।
উড়ে এল এক বক।

বক সরু ঠোঁট চুকিয়ে বাঘের গলার হাড় বার ক'রে দিল।

বাঘ তখন হাঁউ-মাঁউ ক'রে বককে খেতে চাইল। বক উড়ে
পালাল। বলল, খারাপ লোকের উপকার করতে নেই।

২. টুনটুনি আর রাজার কথা

এক টুনটুনি পাখি রাজার বাগানে থাকত। একদিন রাজার একটা
টাকা কুড়িয়ে তুলে আনল। বলল—

‘রাজার ঘরে যে ধন আছে

টুনির ঘরে সে ধন আছে!’

রাজা শুনে হেসে লোক পাঠালেন টুনির বাসা পরীক্ষা ক'রে দেখতে।

রাজার লোকেরা টাকাটা বাসায় পেয়ে ফেরত আনল।

টুনি মনের দুঃখে বলতে লাগল—

‘রাজা বড় ধনে কাতর

টুনির ধন নিল বাড়ির ভিতর।’

রাজা বললেন, ‘ভারি বেয়াড়া পাখি তো। টাকাটা ফেরত দিয়ে
আয়।’

টাকাটা পেয়ে খুশি হয়ে পাখি বলল—

‘রাজা ভারি ভয় পেল

টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।’

শুনে রাজা রেগে টং! বললেন, ‘ওটাকে ধরে আন, ভেজে খাব।’

পাখি ধরতে লোক ছুটল। রানীরা পাখিটাকে দেখে পুষতে চাইলেন। রাজাকে পাখির বদলে ব্যাঙ ভেজে খাওয়ালেন। রাজা জানতে পারলেন। কেন না, পাখি গাইল—

‘বড়ো মজা বড়ো মজা

রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা।’

রেগে আগুন হয়ে রাজা টুনটুনিটাকে ধরে গিলে ফেলতেই পরক্ষণে সে বেরিয়ে এল। সিপাইরা পাখিটাকে এক কোপে মারতে গিয়ে রাজার নাক কেটে ফেলল। টুনি বলল—

‘নাক কাটা রাজা রে

দেখ তো কেমন সাজা রে।’

৩. গেছোবাবা

ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দার ডুমুরগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। মাথায় চিটেগুড়ের হাঁড়ি। গেছোবাবার পা লেগে মুখ চোখ ভরে গেল। ভেকু একটা ছেঁড়া গামছা চাইল। বাবা দিলেন। সে মুখ মুছল।

ভেকু গেছোবাবার সেই গামছা পেতে মেলায় বসে অনেক রোজগার করেছে দেখে পঞ্চু, গোবরা, উধোরা গেল ডুমুরগাছতলার দিকে গেছোবাবাকে ধরতে।

চালতা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তারা তিনজন বর চাইল।

গাছের ওপর কে যেন বসে আছে। নিশ্চয় গেছোবাবা। পাতা

নড়ছে। আবছা দেখা যায়। কী যেন ছলছে। একজন বলল,
'হনুমানের ল্যাজ।'

বেশ দেখা যাচ্ছে হনুমান। গোবরা বলল, 'ঘোর কলি।
গেছোবাবা কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্তে।'
হনুমান মুখ ভেংচাল। কয়েংবেল গাছে গিয়ে উঠল। পঞ্চ,
গোবরা আর উধো—'বাবা কৃপা করে নেমে এসো' বলে চৈঁচাতে
লাগল।

৪. বাঁদর আর কুমীর

এক বাঁদর আর এক কুমীরের খুব ভাব। বাঁদর কুমীরকে গাছ
থেকে জাম পেড়ে দেয়। কুমীর নিজে খায় আর বউকে দেয়।
একদিন বউ বাঁদরের প্রাণটা জামের মত মিষ্টি হবে ভেবে সেটা
খেতে চাইল। কুমীর গেল বাঁদরকে নেমস্তন্ন করতে।
বাঁদর ভাবল সত্যিকারের নেমস্তন্ন। কুমীর ওকে পিঠে ক'রে ওর
বাড়ি নিয়ে যাবার পথে নদীর মধ্যখানে সত্যি কথাটা বলল। তখন
বাঁদর বলল, 'প্রাণটা জামগাছে রেখে এসেছি। চল নিয়ে আসি।'
বোকা কুমীর ফিরে গেল। বাঁদর লাফিয়ে উঠল জাম গাছে।
বাঁদর গাছের ওপর থেকে ঠাট্টা ক'রে বলল, 'জাম গাছে কেউ প্রাণ
রেখে যেতে পারে বোকা? তুমি বোকা বলেই আমি বেঁচে গেলাম।'

৫. ছায়াবাজী

আজগুবি নয় আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জান না বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেকরকম পুঁজি!
শিশির ভেজা সত্ত্ব ছায়া, সকাল বেলায় তাজা।
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।

বাংলা হরফের চেহারা

পাঠ্যবই, অগ্ন্যস্ত্র সাধারণ বইপত্র, খবরের কাগজ এবং আরো সর্বত্র বাংলা হরফের চেহারায় কয়েকটি তফাত দেখা যায়। এতে প্রাথমিক শিক্ষার সময় থেকেই একটা বিভ্রান্তি জন্মাতে পারে।

ছাপাখানা ও হরফের নানা বিবর্তনের ফলে এখনো পাশাপাশি একই হরফের দু-রকম চেহারা রয়ে যাচ্ছে। এ-বিষয়ে ছেলেমেয়েদের প্রথম থেকে সচেতন করে দেওয়া উচিত।

এই বইতে এমন ৮/৯ টি উদাহরণ আছে যেগুলিতে বাংলা হরফের পুরনো ছাঁদ দেখা যাচ্ছে। বাঁ-সারিতে সেই রকম শব্দগুলি ও ডান-সারিতে নতুন ছাঁদে সেইগুলির চেহারা দেখানো হল।

ছেলেমেয়েদের দু-রকম ছাঁদই বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

দুধ	দুধ
শুরু	শুরু
হিংস্রটে	হিংস্রটে
কুহ	কুহু
গরু	গরু
গুড়	গুড়
বহুরূপী	বহুরূপী
নুন	নুন
সদ্য	সদ্য

নিজে পড়ি

প্রথম পাঠ

এই প্রথম পাঠ 'নিজে পড়ি' প্রথম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা পাঠ্য বই (Reader)। এই বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এরই পরিপূরক 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' প্রথম ভাগ বইটি প্রকাশিত হয়েছে, যেটি অনুশীলনী বা সহায়ক পুস্তক (Workbook)। বই দু'খানি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে গোড়া থেকেই ছেলেমেয়েরা সহজে বাংলাভাষা পড়তে ও লিখতে শেখে — ছবি, ছড়া ও মজাদার নানা গল্পের সহায়তায় তারা এই ভাষা আয়ত্ত করতে উৎসাহ পায়।

এই পুস্তকমালার লেখিকা একজন অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষিকা এবং তিনি এই স্তরের আরো অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে এর পরিকল্পনা করেছেন। তার ফলে এই পুস্তকগুলি বাংলা শেখার অন্যতম প্রধান ও সর্বাধুনিক পুস্তকমালা হয়ে উঠেছে।

প্রথম শ্রেণীর আগের স্তরে, অর্থাৎ প্রস্তুতি শ্রেণীর (Preparatory) জন্য কেবল 'নিজে লিখি নিজে পড়ি' [প্রাথমিক] -সহ এই পুস্তকমালায় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য দু'খানি ক'রে (পাঠ্য ও অনুশীলনী) পুস্তক পরিকল্পিত হয়েছে। আকার ও আয়তন পৃথক হলেও প্রতিটি পুস্তক পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ধারাবাহিক ও ক্রমাগতসর (graded) পদ্ধতিতে ও নিয়ন্ত্রিত শব্দসমষ্টি (controlled vocabulary) বজায় রেখে এগুলি রচিত হয়েছে।

বাংলা যাদের দ্বিতীয় ভাষা এবং বাংলা যাদের প্রথম বা মাতৃভাষা — উভয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই প্রাথমিক স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষায় একই যোগসূত্রে মিলতে পারবে এই পুস্তকমালায়।

Bandyopadhyay, Gita : NIJE PARI

[Bengali, Reader I]

ISBN O 86125 836 3

